Department of bengali , P.U

Subject – Bengali

M.A Sem – II CC- 06

Teacher : Dr. Sagar Sarkar

Topic - বঙ্কিম ও বঙ্কিমোত্তর উপন্যাস

কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের নামকরণ কতটা যুক্তিসঙ্গত তা বিচার করো।

সাহিত্য ক্ষেত্রে নামকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অথচ এই নামকরণ নিয়ে কেউ কেউ উদাসীন দার্শনিকোচিত মন্তব্য, কেই বা হালকা সরস মন্তব্য করেছেন। শেক্সপিয়ার বলেছেন "what is in a name" - অর্থাৎ নামে কি এসে যায়। গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন সে তার সৌরভ বিতরণ করবেই। রবীন্দ্রনাথ আবার নামকরন কে লাউ এর বোটার সঙ্গে তুলনা করেছেন। লাউকে ধরে রাখা ছাড়া বোটার যেমন আর কোন সার্থকতা নেই তেমনি কোন বস্তু বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষ কে চিহ্নিত করা ছাড়া নামকরণের আর আলাদা কোনো তাৎপর্য নেই।

নামকরণের ক্ষেত্রে সাহিত্যিকগণ সাধারণত তিনটি নীতি অনুসরণ করে থাকেন। প্রথমটি হল গ্রন্থে চিত্রিত প্রধান পাত্র-পাত্রীদের নাম অনুসারে নামকরণ। দ্বিতীয় টি হল গ্রন্থে বর্ণিত কোন প্রধান ঘটনা অনুযায়ী নামকরণ । তৃতীয় টি হল ইঙ্গিতময় তাৎপর্যমণ্ডিত নামকরণ

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল এ দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অনুসরণ করেছেন। এই উপন্যাস কোন প্রধান চরিত্রের নামাঙ্কিত নয়। কিংবা এই উপন্যাসের কোন গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত নামকরণও করা হয়নি। উপন্যাসের কেন্দ্রমূলে যেহেতু একটি উইলের কথা আছে সেজন্য তিনি এর নামকরণ করেছেন কৃষ্ণকান্তের উইল। এই নামকরণ যুক্তি সংগত কিনা সেটা বিচার্য।

উপন্যাসে তিনটি প্রধান চরিত্র আছে। গোবিন্দলাল , ভ্রমর এবং রোহিনী। রুপবান সৌন্দর্যপ্রিয় উদার হৃদয় গোবিন্দলাল ই এই উপন্যাসের নায়ক। রুপজ মহের প্রতি আকর্ষণ হেতু সুমধুর দাম্পত্য জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে কেমন করে সে পঙ্কিল জীবনযাপনে বাধ্য

হল এবং আত্ম অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে সন্ন্যাসী বৈরাগ্য জীবনকে বরণ করে নিল তারই মর্মান্তিক শোচনীয় মর্মান্তিক কাহিনী এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। সে হিসেবে গোবিন্দলালের নামে নামকরণ করা যেতে পারত। আবার অন্যদিকে ভ্রমরের চরিত্র কম আকর্ষণীয় নয়। যৌবনের প্রারম্ভেই নারী জীবন কেমন করে শুকনো ফুলের মত করে ধরে গেল তারই বেদনাময় কাহিনী চিত্র অঙ্কিত হয়েছে ভ্রমর চরিত্রের মাধ্যমে। উপন্যাসের সতী-সাধ্বী নারী ভ্রমর যেভাবে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়ে উপন্যাসের অন্তিম পরিণ তিকে সূচিত করেছে তাতে তার নামে উপন্যাসের নামকরণ করা হলে অসঙ্গত না। এবার আসি রোহিণীর কথা। ব্যর্থ যৌবনের জ্বালা অবদমিত প্রেম আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হীন জীবন সম্ভোগের বাসনা রোহিণীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। অসাধারণ রূপ-লাবণ্য অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অকাল বৈধব্য কারণে তার জীবন মরুভূমির মতো শুষ্ক হয়ে উঠেছিল। গোবিন্দলাল কে অবলম্বন করে সে তার অতৃপ্ত যৌবন আকাংখা কে মেটাতে ছেয়েছিল।' কিন্তু সেই গোবিন্দলালের হাতে তার মৃত্যু উপন্যাসটির মধ্যে এক বিষণ্ন বেদনার করুন সুর সঞ্চারিত সঞ্চারিত করেছে। সুতরাং রোহিণীর নামে নামকরণ করা হলেও আপত্তির কোন কারণ থাকত না

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মত সচেতন লেখক উপন্যাসের প্রধান পাত্র পাত্রী নামে নামকরণ না করে কিংবা গোবিন্দলাল, ভ্রমর রোহিনীর জীবন নাটের কারণ পরিণতির দিকে লক্ষ রেখে ইঙ্গিত নামকরণ না করে বিষয়কেন্দ্রিক নামকরণ কেন করলেন এ প্রশ্ন আমাদের মনে জায়গা খুব স্বাভাবিক।

আসলে উপন্যাসের সূচনায় হয়েছে উইল রচনার মধ্য দিয়ে। তারপর উলের প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। উইল চুরি হয়েছে একবার এবং উইল পরিবর্তন হয়েছে মোট চারবার। সুতরাং এই উইল সংক্রান্ত ঘটনাবলী উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। প্রথমবার যে উইল কৃষ্ণকান্ত করেছিলেন তাতে বলা হয়েছিল গোবিন্দলাল আট আনা অভিনয় প্রত্যেকে তিন আনা গৃহিণী এক আনা আর শৈলবতি এক আনা সম্পত্তিতে অধিকারী হবেন। কিন্তু এই উইল হরলাল এর পছন্দ হলোনা। সম্পত্তি অংশ নিয়ে সে পিতার সঙ্গে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হলো। পত্রের খারাপ অসংগত ব্যবহারে বিরক্ত কৃষ্ণকান্ত দ্বিতীয় বার উইল পরিবর্তন করলেন। তাতে গোবিন্দলাল আট আনা, বিনোদ লাল পাঁচ আনা, হরলাল এক আনা, স্ত্রী এক আনা, শৈলবোতি এক আনা। হরলাল এক আনা মাত্র পেলো।

অসুন্তুষ্ট হরলাল পিতাকে বিধবা বিবাহের ভয় দেখাল। হরলাল আশা করেছিল পিতা ভয় পেয়ে তাকে সম্পত্তির বেশি অংশ লিখে দেবেন কিন্তু কৃষ্ণকান্ত অন্য ধাতুতে

গড়া। ভয় পাওয়া দূরে থাকুক তিনি হরলাল কে ত্যাজ্য পুত্র ঘোষণা করলেন এবং তৃতীয় বার উইল পরিবর্তন করলেন তাতে হলের ভাগ্যে কিছুই জুটলো না। এইভাবে উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই তিন বার উইল পরিবর্তন হয়ে গেল। অর্থাৎ উপন্যাসের ভিতটাই প্রতিষ্ঠা হল পরিবর্তনের উপর ।

দ্বিতীয়পরিচ্ছদ থেকে শুরু হয়েছে উপন্যাসে জটিলতা। কারণ এই পরিচ্ছেদেই ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে হরলাল ।আর সেই সূত্র ধরেই মঞ্চে প্রবেশ করেছে রোহিনী। সে বিধবা কিন্তু জীবন সম্ভোগ বাসনায় তার মন ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। হরলাল তার সুযোগ গ্রহণ করে তাকে বিবাহের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং উইল চুরির কাজে তাকে নিয়োগ করেছে। রোহিণী আসল উইল চুরি করে জাল উইল কৃষ্ণকান্তের সিন্দুকে রেখে এসেছে । যে জাল উইলে গোবিন্দলালের ভাগ্যে ছিল শূন্য। কিন্তু কার্য উদ্ধারের পর তাকে বিবাহ তো করলি না উপরন্তু তাকে অপমান করলো । ক্রুদ্ধ। অপমানিত রোহিনী তাকে আসল উইল দিলনা। এরপরই বারণীর পুষ্করিনির ঘাটে বসে আপন জীবনে দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে সে যখন কাঁদছিল তখনই গোবিন্দলালের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ। গোবিন্দ লালের সহানুভূতি ও সমবেদনা পেয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হলো। গোবিন্দলালের মঙ্গলার্থে জাল উইলের পরিবর্তে আসল উইল রাখতে গিয়ে সে ধরা পরল। রোহিণীর রূপে মুগ্ধ গোবিন্দলাল কোনোক্রমে সে যাত্রায় তাকে জ্যাঠার হাত থেকে মুক্ত করল। এরপর ঘটনাচক্রে দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। বারণী পুষ্করিণীর জলে ডুবে রোহিণীর আত্মহত্যার চেষ্টা গোবিন্দলাল কর্তৃক তাকে উদ্ধার নির্জন বাগানে উভয়ের সাক্ষাৎ ভ্রমরের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব সূচনা ইত্যাদি ঘটনাবলী সূত্রে বহুদর্শী কৃষ্ণকান্ত তার জীবনের অন্তিম কালে চতুর্থবার উইল পরিবর্তন করলেন। নীতিহীন আদর্শহীন গোবিন্দ লালকে শিক্ষা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে এবং তাকে অনিবার্য পতনের হাত থেকে রক্ষা করার আশায় গোবিন্দলালের সম্পত্তির অংশ ভ্রমরের নামে লিখে দিলেন। কৃষ্ণকান্ত চাননি তার কষ্টার্জিত সম্পত্তি নষ্ট চরিত্র গোবিন্দলাল কোন ভ্রষ্ট রমণীর জন্য উড়িয়ে দিক এবং সেই সঙ্গে এটাও চাননি তাঁর অবর্তমানে গোবিন্দলালের উদাসীনতায় ভ্রমর বিন্দুমাত্র কষ্ট পাক।

কিন্তু চতুর্থ উইলটি ভ্রমর ও গোবিন্দ লালের দাম্পত্য জীবনে এক গুরুতর ফাটল সৃষ্টি করলো । একদিকে আত্ম অহংকার এবং অন্যদিকে রোহিণীকে সম্পূর্ণভাবে পাবার অজুহাতে সে ভ্রমর পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিল । সে জানে এতে ভ্রমণের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে কিন্তু বাসনা যখন প্রবল হয়ে ওঠে ন্যায়-অন্যায় বোধ তখন আচ্ছন্ন হয়ে যায় তা না হলে এক অসহায় বালিকা বধূ কে হৃদয়হীন ভাবে পরিত্যাগ করতে তার মনুষ্যত্ব

বাঁধত। আসলে তখন সে রোহিণীর রূপ লাবণ্যে এত বেশি মোহগ্রস্ত যে অন্তর ঐশের্যে ভ্রমর কে উপেক্ষা করতে সে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেনি।

উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয় তিনটি নর নারী হৃদয়ের রহস্য উন্মোচন। হৃদয় গত দ্বন্দ্ব তার উদ্ভব বিকাশ ও পরিণাম উপন্যাসের মূল হলেও এই দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে উইল motive force নয় কিন্তু সে যে একটি চালিকাশক্তি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। "ম্যাকবেথ" নাটকের ডাইনীর মত " হ্যামলেট" নাটকে প্রেম্মার মত "অথেলো" নাটকে রুমালের মতো এ উপন্যাসের উইল ঘটনা ধারার স্রোতকে প্রভাবিত করতে প্রবল ভাবে সাহায্য করেছে। উইল গুলির এই গুরুত্বের কথা স্মরনে রেখেই বঙ্কিম চন্দ্র এই উপন্যাসের নাম করণ করেছেন "কৃষ্ণকান্তের উইল" । পরিশেষে বলতে পারি উপন্যাসের নামকরণটি যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত হয়েছে বলেই মনে করি।